যুগান্তর

তারিখ 07 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৪

27 ডিসেম্বর

খাগড়াছড়িতে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

খাগড়াছড়ি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর শিক্ষার মান নিয়ে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবে অযাচিত ডেপুটেশন প্রথা, শিক্ষা বিভাগের পরিষদের অন্যায্য হস্তক্ষেপ, কর্মকর্তা সংকটে প্রশাসনিকভাবে স্কুলের ক্লাস্টার প্রথা ভেঙে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সরকারি-বেসরকারি ৪৮৬টি স্কুলে লেখাপড়া করছে ১ লক্ষাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থী। তৃণমূল পর্যায়ের অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে না যাওয়া, ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগে যথাযথ সরকারি নির্দেশনা পালন করা হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগে সরকারি নিয়মে স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান থাকলেও মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে পরিষদের নিয়োগ বাণিজ্যে অস্থানীয় শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়ে উপজেলার কোটা পূরণ করা হয়েছে। এতে নিয়োগকৃত শিক্ষকরা অবস্থানগত সমস্যায় নিয়মিত চাকরি করার চেয়ে স্থানীয় লোকদের ভাড়া করে বর্গা সিস্টেমে চাকরি টিকিয়ে রাখছে। প্রায় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রার্থী বিবেচনায় শহরের স্কুলগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষককে ডেপুটেশনে রেখে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর অধিকাংশ পদ শূন্য রয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা বিভাগে অতীতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে আত্মীয়করণ এবং বাণিজ্যিকরণ করা হয়েছে। একইভাবে আগামীতে ৪ জানুয়ারিতে জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগে আবারও বাণিজ্যিকরণের জন্য একটি মহল অপতৎপরতা চালানোর অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। জেলা পরিষদের অযাচিত হস্তক্ষেপে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর শিক্ষক পোস্টিং এবং প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের পাঠানোর যথাযথ নিয়ম পালন করা হচ্ছে না।

পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা বিভাগে অতীতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে আত্মীয়করণ এবং বাণিজ্যিকরণ করা হয়েছে

অভিযোগ রয়েছে, এলাকার বাইরের কর্মরত শিক্ষকরা স্কুলে না গিয়ে এলাকার বেকার যুবকদের মাসোহারায় বর্গা দিয়ে চাকরি করে আসছে। জেলায় বর্গা শিক্ষক রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চলে এলেও শিক্ষা বিভাগ ও জেলা পরিষদের প্রশাসনিক উদ্যোগ নেই। একদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শিক্ষা অফিসার সংকট অন্যদিকে মানসম্মত ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব, স্থানীয় ও সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সরকারি নিয়মের প্রতিফলন না হওয়ায় ২০০৯ সালের মধ্যে পিএডিপি-২ বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা এ নিয়েও সংশয় প্রকাশ করছেন এলাকার সচেতন অভিভাবকরা। পার্বত্য জেলায় গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সরকারিভাবে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত পদক্ষেপ কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকার আশংকা রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ৫১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি স্কুল অফিসিয়ালভাবে ৩ জন করে শিক্ষক এবং ২৩টি স্কুল ৪ জন করে শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ৫ শিক্ষক ১ স্কুলে, ৬ শিক্ষক ১ স্কুলে, ৭ শিক্ষক ৪ স্কুলে, ৮ শিক্ষক ১ স্কুলে, ৯ শিক্ষক ১ স্কুলে, ১০ শিক্ষক ১ স্কুলে এবং একমাত্র খাগড়াছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেবল ১৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ৩ জন ও ৪ জন শিক্ষকের স্কুলগুলোর অধিকাংশই চলে ১ কিংবা ২ জন শিক্ষক দিয়ে। এ অবস্থায় প্রধান শিক্ষক সরকারি কাজে অন্যত্র গেলে শিক্ষক শূন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলতে খেলতে বাড়ি ফিরতে হয়। খাঁচিতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষকের মধ্যে ২ জন সিইনএড প্রশিক্ষণে থাকায় ১ জন শিক্ষকই ২২৫ জন শিক্ষার্থীর ক্লাস নিতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ জেলা পরিষদ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আনুপাতিক হারে শিক্ষক পোস্টিং না দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে খাগড়াছড়ির প্রাথমিক স্কুলগুলোতে।